# মৃত্যু থেকে কিয়ামাত

*'ইসবা তু আযাবিল কবর'* গ্রন্থের অনুবাদ


মূল (আরবি):

ইমাম বাইহাকি رحمه الله

[মৃত্যু: ৪৫৮ হি./ ১০৬৬ খৃ.]

অনুবাদ:

জিয়াউর রহমান মুন্সী



মাকতাবাতুল বায়ান

Maktabatul Bayan

# মৃত্যু থেকে কিয়ামাত

গ্রন্থস্বত্ব © ২০১৮
ISBN: 978-98434-3411-1
প্রথম বাংলা সংস্করণ:
১ রজব ১৪৩৯ হিজরি/ ২০ মার্চ ২০১৮ খৃষ্টাব্দ

সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত।

প্রকাশক: ইসমাইল হোসাইন

মূল্য: ২৬৫ টাকা

মাকতাবাতুল বায়ান
Maktabatul Bayan
দোকান নং #৩১৫, ৩য় তলা, ৩৮/৩ কম্পিউটার কমপ্লেক্স
বাংলাবাজার, ঢাকা, বাংলাদেশ
+৮৮ ০১৭০০ ৭৪ ৩৪ ৬৪
https://www.facebook.com/maktabatulbayan/

*Mrittu theke Qiyamat* (From Death to Resurrection) being a Translation of *Ithbāt Adhāb al-Qabr* of Imām al-Baihaqī translated into Bangla by Jiaor Rahman Munshi and published by Maktabatul Bayan, Dhaka, Bangladesh. First Edition in 2018

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّـهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ ﴿١٠٢﴾

*হে ঈমানদারগণ! আল্লাহকে ভয় করো, যেভাবে তাঁকে ভয় করা উচিত। আর তোমাদের মৃত্যু যেন কেবল তখনই হয়, যখন তোমরা থাকবে (আল্লাহর বিধানের সামনে) অনুগত।*

(সূরা আ-ল ইমরান ৩:১০২)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّـهَ وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ ۖ وَاتَّقُوا اللَّـهَ ۚ إِنَّ اللَّـهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿١٨﴾

*হে ঈমানদাররা, আল্লাহকে ভয় করো। আর প্রত্যেকেই যেন খেয়াল রাখে, ভবিষ্যতের জন্য সে আগাম কী পাঠাচ্ছে? আল্লাহকে ভয় করো। তোমরা যা করছ, আল্লাহ অবশ্যই তার খোঁজখবর রাখছেন।*

(সূরা আল-হাশর ৫৯:১৮)

আবূ হুরায়রা ﵁ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

أَكْثِرُوْا مِنْ ذِكْرِ هَادِمِ اللَّذَّاتِ

*"সকল স্বাদ ধ্বংসকারী **[মৃত্যু]**-কে বেশি বেশি স্মরণ করো।" '*

(আহমাদ, কিতাবুয যুহ্দ বা রাসূলের চোখে দুনিয়া, হাদীস নং ৮৭)

# বিষয়সূচি


অনুবাদকের কথা ..... ৯

লেখক পরিচিতি ..... ১১

বহুলব্যবহৃত চিহ্ন..... ১৩

মৃত্যু থেকে কিয়ামাত ..... ১৫

প্রশ্নোত্তর পর্বে মুমিনের শক্তি..... ১৭

অবাধ্যের জন্য কবরের আযাব ..... ২২

মুমিন ও কাফির উভয়েই প্রশ্নের মুখোমুখি ..... ২৪

মৃত্যুর সময় ফেরেশতার আগমন ..... ৪৩

দ্রুত জানাযা দেওয়া ..... ৫১

বাস্তবতা দেখে মৃতব্যক্তি যা বলে ..... ৫২

মৃত্যুর পর দেহে রূহ ফিরে আসার দলীল ..... ৫৩

প্রশ্নোত্তর শেষে সকাল-সন্ধ্যায় গন্তব্য উপস্থাপন ..... ৬১

মুনাফিকদের শাস্তি দু'বার ..... ৬৪

যারা আল্লাহর স্মরণ এড়িয়ে চলে ..... ৬৯

বিচ্ছিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গে শাস্তির সম্ভাব্যতা..... ৭৬

মৃত ব্যক্তির জীবন ..... ৭৯

কবরের শাস্তির ভীতি-প্রদর্শন ..... ১০১

প্রস্রাবে অসতর্কতা ও কুৎসা রটনার দরুন কবরে শাস্তি ..... ১১০

বিলাপের দরুন কবরে শাস্তির আশঙ্কা, কখন? .....১১৬
আত্মসাতের দরুন কবরে শাস্তি..... ১১৭
ঋণের দরুন কবরে শাস্তির আশঙ্কা ..... ১১৯
আল্লাহর আনুগত্য: কবরের শাস্তির বিপরীতে রক্ষাকবচ ..... ১২১
ইসলামি রাষ্ট্রের সীমান্ত প্রহরা: কবরে নিরাপদ থাকার উপায় .....১২৩
কবরের শাস্তি থেকে বাঁচার উপায় শহীদ হওয়া .....১২৫
সূরা আল-মুলক: কবরে শাস্তি-প্রতিরোধক .....১২৮
অভ্যন্তরীণ পীড়ায় মৃত্যু: কবরে নিরাপত্তা লাভের সম্ভাবনা .....১৩১
শুক্রবারে মৃত্যু: কবরের পরীক্ষা থেকে নিষ্কৃতির সম্ভাবনা..... ১৩৩
কবরের পরীক্ষা থেকে সুরক্ষা পাওয়ার দুআ ..... ১৩৫
কবরের অন্ধকার দূর হয়ে আলোকিত হয়ে ওঠা.....১৩৭
মুশরিকদের কবরে শাস্তির জন্য দুআ ..... ১৩৮
কবরের শাস্তি থেকে আশ্রয় চাওয়ার নির্দেশ..... ১৪১
দাফন শেষে মুমিনের জন্য দুআ করার নির্দেশ.....১৫৬
কবরের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ব্যক্তির আকুতি.....১৫৭
পুনরুত্থান পর্বের প্রাথমিক চিত্র.....১৬২
কবর ও কিয়ামাতের ব্যাপারে পূর্বসূরীদের ভীতি ..... ১৬৮

# অনুবাদকের কথা

সকল প্রশংসা আল্লাহর। শান্তি ও করুণা বর্ষিত হোক তাঁর রাসূল মুহাম্মাদ ﷺ-এর উপর।

কুরআন মাজীদে আখিরাত বা পরকালের বিস্তারিত বিবরণ আছে; কিন্তু ওই বিবরণের প্রায় সম্পূর্ণ অংশ জুড়ে আছে কিয়ামাত বা পুনরুত্থান-পরবর্তী অবস্থা। মৃত্যু থেকে কিয়ামাত পর্যন্ত এ বিশাল সময় সম্পর্কে কুরআনে খুব বেশি তথ্য নেই; তবে কুরআনের শিক্ষক ও ব্যাখ্যাকারী হিসেবে নবি ﷺ এ বিষয়ে বিস্তারিত বিবরণ পেশ করেছেন।

হাদীসের নির্ভরযোগ্য প্রায় প্রত্যেকটি গ্রন্থেই মৃত্যু থেকে কিয়ামাত পর্যন্ত সময়ের বিভিন্ন তথ্য বিক্ষিপ্তভাবে স্থান পেয়েছে। তবে, ইসলামের বুদ্ধিবৃত্তিক ইতিহাসে ইমাম বাইহাকি ﵀-ই প্রথম ব্যক্তি, যিনি এ বিষয়ের উপর আলাদা গ্রন্থ রচনা করেছেন। তাঁর গ্রন্থের শিরোনাম إثبات عذاب القبر / *'ইসবাতু আযাবিল কবর'*, যার আক্ষরিক অনুবাদ *'কবরের শাস্তি প্রতিপাদন'।* বিষয়বস্তুর বিস্তৃতির দিকে খেয়াল রেখে, বাংলা অনুবাদে আমরা এর শিরোনাম দিয়েছি *"মৃত্যু থেকে কিয়ামাত"।*

বাংলা অনুবাদ করার ক্ষেত্রে মূলগ্রন্থের দু'টি সংস্করণ ব্যবহার করা হয়েছে: ড. শারাফ মাহমূদ কর্তৃক সম্পাদিত ১৯৮৩ সালের দারুল ফুরকান সংস্করণ, ও ১৯৮৬ সালের মাকতাবাতুত তুরাসিল ইসলামি সংস্করণ। উল্লেখ্য, এ অনুবাদে কলেবর বৃদ্ধির আশঙ্কায় পূর্ণাঙ্গ সনদ বা বর্ণনা-পরম্পরা উল্লেখ না করে, কেবল সর্বশেষ বর্ণনাকারীর নাম উল্লেখ করা হয়েছে। পাশাপাশি, পরপর উল্লেখকৃত দু'টি হাদীসে কেবল আরবি শব্দের প্রতিশব্দের ভিন্নতা ছাড়া কোনও বাড়তি তথ্য না থাকলে, প্রথম হাদীসটির অনুবাদ করেই ক্ষান্ত থেকেছি। তবে এর সংখ্যাও কেবল হাতেগোনা কয়েকটা।

আরবি শব্দাবলির বাংলা প্রতিবর্ণীকরণ (transliteration)-এর ক্ষেত্রে আরবি ভাষার মূল স্বরের প্রতিফলন ঘটানোর চেষ্টা করা হয়েছে, যেমন—ইবরাহীম, তাসবীহ, আবূ, ইয়াহূদি প্রভৃতি বানানে প্রচলিত হ্রস্ব ই কার ও হ্রস্ব উ কার ব্যবহার না করে, দীর্ঘ ঈ কার ও দীর্ঘ ঊ কার ব্যবহার

করা হয়েছে, কারণ মূল আরবিতে এসব স্থানে 'মাদ' বা দীর্ঘ স্বর রয়েছে। পক্ষান্তরে, নবি, সাহাবি, আলি—প্রভৃতি শব্দে ব্যবহার করা হয়েছে হ্রস্ব ই-কার; কারণ মূল ভাষায় এসবের প্রত্যেকটির শেষে 'ইয়া' বর্ণ থাকলেও, তা মাদ বা দীর্ঘস্বরের 'ইয়া সাকিন' নয়। তবে যেসব ক্ষেত্রে আরবি বিশুদ্ধ বানান ও প্রচলিত বাংলা বানানের মধ্যে ব্যবধান অনেক বেশি, সেখানে এমন এক বানান ব্যবহার করা হয়েছে—যা মূল স্বরের কাছাকাছি, আবার বাংলা ভাষাভাষীদের নিকট সম্পূর্ণ অপরিচিত নয়; যেমন বিশুদ্ধ আরবি বানান 'ক্বিয়ামাহ্' এবং প্রচলিত বাংলা বানান 'কেয়ামত'—এর কোনোটি ব্যবহার না করে, 'কিয়ামাত' ব্যবহার করা হয়েছে। আমাদের বিশ্বাস, পাঠকের বোধগম্যতাকে সামনে রেখে আরবি শব্দাবলি প্রতিবর্ণীকরণের বিজ্ঞানসম্মত নীতিমালা প্রণয়ন করা হলে, বর্তমান বানান-সংকট থেকে উত্তরণ সম্ভব।

গ্রন্থটির অনুবাদ নির্ভুল রাখার জন্য সাধ্যমত চেষ্টা করেছি। তারপরও কোনও সুহৃদ বোদ্ধা পাঠকের চোখে যে কোনও ভুল ধরা পড়লে, আমাদের অবহিত করার বিনীত অনুরোধ রইলো।

পরিশেষে, আল্লাহ তাআলার নিকট প্রার্থনা—তিনি যেন আমাদের মৃত্যু-পরবর্তী জীবনের জন্য যথাযথ প্রস্তুতি নেওয়ার তাওফীক দান করেন। আমীন!

রবের রহমত প্রত্যাশী

**জিয়াউর রহমান মুন্সী**
২০ জুমাদাস সানী, ১৪৩৯/ ৯ মার্চ, ২০১৮
jiarht@gmail.com

# লেখক পরিচিতি

ইমাম বাইহাকি। যে ক'জন মহান বিদ্বান হাদীস ও ফিক্‌হ (ইসলামি আইন)—উভয় শাস্ত্রে সমান পারদর্শিতা অর্জন করেছিলেন, তিনি তাঁদের একজন।

পুরো নাম আবূ বাকর আহমাদ ইবনুল হুসাইন ইবনি আলি ইবনি মূসা আল-খুসরাওজির্দি। জন্ম ৩৮৪ হিজরি/ ৯৯৪ খৃষ্টাব্দে। জন্মস্থান বাইহাক অঞ্চলের খুসরাওজির্দ গ্রাম; খোরাসান অঞ্চলের তৎকালীন জেলা নিশাপুর থেকে একটু পশ্চিমে।

জ্ঞানার্জনের উদ্দেশে বহু দেশ সফর করেছেন। শিক্ষকের সংখ্যা শতাধিক। প্রসিদ্ধ শিক্ষকবৃন্দের একজন হলেন *'আল-মুস্‌তাদ্‌রাক আলাস্‌ সহীহাইন'* গ্রন্থের লেখক হাকিম নিশাপুরি ﵀।

তাঁর লিখিত বই-পুস্তকের সংখ্যা অনেক; খণ্ড সংখ্যা প্রায় এক হাজার। উল্লেখযোগ্য গ্রন্থাবলির মধ্যে রয়েছে:

* *'আস-সুনানুল কুবরা'*, ২৪ খণ্ডে সমাপ্ত। এটি তাঁর সেরা কীর্তি। হাদীসের এই বিশদ সংকলন প্রসঙ্গে তাজুদ্দীন সুবকি ﵀ লিখেছেন, হাদীস শাস্ত্রে এত উৎকৃষ্ট মানের গ্রন্থ আর লেখা হয়নি।
* *'আল-মাদখাল ইলা কিতাবিস সুনান'*, ২ খণ্ড। *'আস-সুনানুল কুবরা'*-এর ভূমিকা। এ গ্রন্থে তিনি জ্ঞান ও জ্ঞানী ব্যক্তিবর্গ সম্পর্কে বিশদ আলোচনা করেছেন।
* *'মা'রিফাতুন সুনান ওয়াল আসার'।* শাফিয়ি মাযহাবের আইনগত মতামতের পেছনে যেসব হাদীস রয়েছে, সেসবের সংকলন।
* *'দালাইলুন নুবুওয়াহ'*, ৭ খণ্ড। নবি ﷺ-এর নুবুওয়াতের প্রমাণাদি সহ সীরাত গ্রন্থ।
* *'শু'আবুল ঈমান'*, ৯ খণ্ড। ঈমানের বিভিন্ন শাখার বিশদ বিবরণ।
* *'কিতাবুদ দা'ওয়াত আল-কাবীর'।* নবি ﷺ-এর দুআসমূহের সংকলন।
* *'ইসবাতু আযাবিল কবর'।* বক্ষ্যমাণ গ্রন্থটি এরই বাংলা অনুবাদ।
* *'আল-বা'ছ ওয়ান নুশূর'।* পুনরুত্থান ও বিচারের বিবরণ।

* *'আহকামুল কুরআন'।*
* *'আল-ই'তিকাদ'।*

৪৫৮ হিজরিতে/১০৬৬ খৃষ্টাব্দে ৭৪ বছর বয়সে নিশাপুরে ইন্তেকাল করেন। খুসরাওজির্দ গ্রামে তাঁকে দাফন করা হয়।

## প্রশ্নোত্তর পর্বে মুমিনের শক্তি

আল্লাহ তাআলা বলেন,

يُثَبِّتُ اللَّـهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ ۖ وَيُضِلُّ اللَّـهُ الظَّالِمِينَ

*"যারা ঈমান আনে, আল্লাহ তাঁদের মজবুত কথা দিয়ে দুনিয়ার জীবনে ও পরকালে শক্তি যোগাবেন; আর যারা জুলুম করে, আল্লাহ তাদের পথহারা করে দেবেন।"*

(সূরা ইব্‌রাহীম ১৪:২৭)[১]

(১) বারা ইবনু আযিব ﷺ থেকে বর্ণিত, নবি ﷺ বলেন,

اَلْمُؤْمِنُ اِذَا شَهِدَ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَعَرَفَ مُحَمَّدًا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْ قَبْرِهِ فَذٰلِكَ قَوْلُ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ

يُثَبِّتُ اللَّـهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا

"মুমিন যখন কবরে সাক্ষ্য দেবে—আল্লাহ ছাড়া কোনও ইলাহ্ নেই, এবং মুহাম্মাদ ﷺ-কে চিনতে পারবে, সেটিই হবে নিম্নোক্ত আয়াতের প্রতিফলন—

*"যারা ঈমান আনে, আল্লাহ তাঁদের মজবুত কথা দিয়ে দুনিয়ার জীবনে শক্তি যোগাবেন।"*

(সূরা ইব্‌রাহীম ১৪:২৭)[২]

[২] বারা ইবনু আযিব ﷺ থেকে বর্ণিত, আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেন,

---

[১] শক্তি যোগানো কিংবা না যোগানোর বিষয়টি হয়ে থাকে দুনিয়াতে মানুষের অবস্থা অনুযায়ী; সে মুমিন হলে, তাকে শক্তি যোগানো হবে, আর কাফির হলে, আল্লাহ তাকে পথহারা করে দেবেন, ফলে সে সঠিক জবাব খুঁজে পাবে না। তার কারণ হলো, [পরকালীন জীবনে] কেবল সেই আমলই গ্রহণযোগ্য, যা দুনিয়াতে করা হয়েছে। মৃত্যু-পরবর্তী সময়কাল প্রতিদানের জন্য, কাজের জন্য নয়। [ড. শারাফ মাহমূদ]

[২] বুখারি, *সহীহ,* ১৩৬৯, ৪৬৯৯; বাইহাকি, *আল-ই'তিকাদ,* ১০৭, ১০৮; মুসলিম, *সহীহ,* ২৮৭১ (৭৩); নাসাঈ, ৪/১০১, ১০২; ইবনু মাজাহ, ৪২৬৯; আহমাদ, *আল-মুসনাদ,* ৪/২৯১; আব্‌দুল্লাহ ইবনু আহমাদ, *আস-সুন্নাহ,* ১৩৬৪, ১৩৭৮; আবূ দাউদ, ৪৭৫০; বাগাবি, *শারহুস সুন্নাহ,* ১৫২০; তাবারি,

إِنَّ الْمُسْلِمَ اِذَا سُئِلَ فِيْ الْقَبْرِ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذٰلِكَ قَوْلُ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ

يُثَبِّتُ اللَّـهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ

"মুসলিমকে কবরে প্রশ্ন করা হলে, সে সাক্ষ্য দেবে—আল্লাহ ছাড়া কোনও ইলাহ্ নেই, এবং মুহাম্মাদ ﷺ আল্লাহর রাসূল। সেটিই হলো আল্লাহ তাআলার এ কথার তাৎপর্য—

*"যারা ঈমান আনে, আল্লাহ তাঁদের মজবুত কথা দিয়ে দুনিয়ার জীবনে ও পরকালে শক্তি যোগাবেন।"*

(সূরা ইব্রাহীম ১৪:২৭)[১]

[৩] আল্লাহ তাআলা বলেন,

يُثَبِّتُ اللَّـهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ ۖ وَيُضِلُّ اللَّـهُ الظَّالِمِينَ

*"যারা ঈমান আনে, আল্লাহ তাঁদের মজবুত কথা দিয়ে দুনিয়ার জীবনে ও পরকালে শক্তি যোগাবেন; আর যারা জুলুম করে, আল্লাহ তাদের পথহারা করে দেবেন।"*

(সূরা ইব্রাহীম ১৪:২৭)

এই আয়াত প্রসঙ্গে বারা ইবনু আযিব ﷺ থেকে বর্ণিত,

إِذَا جَاءَ الْمَلَكُ الرَّجُلَ فِيْ الْقَبْرِ حِيْنَ يُدْفَنُ فَقَالَ لَهُ مَنْ رَبُّكَ فَقَالَ رَبِّيَ اللهُ فَقَالَ وَمَادِيْنُكَ قَالَ دِيْنِيْ الْإِسْلَامُ وَقَالَ لَهُ مَنْ نَبِيُّكَ قَالَ نَبِيِّيْ مُحَمَّدٌ فَذٰلِكَ التَّثْبِيْتُ فِيْ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا

"দাফন করার পর, কবরে-থাকা লোকটির কাছে ফেরেশতা এসে জিজ্ঞাসা করবে, 'তোমার রব কে?' সে বলবে, 'আমার রব আল্লাহ।' তারপর জিজ্ঞাসা করবে, 'তোমার দ্বীন কী?' সে বলবে, 'আমার দ্বীন ইসলাম।' এরপর তাকে জিজ্ঞাসা করবে, 'তোমার নবি কে?' সে বলবে, 'আমার নবি মুহাম্মাদ

---

১৪/১৪২; তিরমিযি, ৩১২০। তিরমিযি বলেন, 'হাদীসটি হাসান সহীহ্।'

[১] আবূ দাউদ, *সুনান,* ২/৫৩৯; বুখারি, *সহীহ,* ৪৬৯৯।

[ﷺ]।' সেটিই হলো দুনিয়ার জীবনে শক্তি যোগানো।"[১]

[৪] বারা ইবনু আযিব ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

ذَكَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم الْمُؤْمِنَ وَالْكَافِرَ ثُمَّ ذَكَرَ أَشْيَاءَ لَمْ أَحْفَظْهَا فَقَالَ إِنَّ الْمُؤْمِنَ إِذَا سُئِلَ فِي قَبْرِهِ قَالَ رَبِّيَ اللَّهُ فَذَلِكَ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ

يُثَبِّتُ اللَّـهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ

"নবি ﷺ মুমিন ও কাফির সম্পর্কে আলোচনা করার পর কয়েকটি বিষয় উল্লেখ করেন, যা আমি মুখস্থ রাখতে পারিনি। এরপর তিনি বলেন, 'মুমিনকে যখন [তার রব সম্পর্কে] কবরে জিজ্ঞাসা করা হবে, সে বলবে—'আমার রব আল্লাহ।' সেটিই হলো আল্লাহ তাআলার নিম্নোক্ত কথার তাৎপর্য—

*"যারা ঈমান আনে, আল্লাহ তাঁদের মজবুত কথা দিয়ে দুনিয়ার জীবনে ও পরকালে শক্তি যোগাবেন।"*

(সূরা ইব্‌রাহীম ১৪:২৭)"[২]

[৫] আবূ হুরায়রা ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

تَلَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم

يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ

فَقَالَ ذَلِكَ إِذَا قِيلَ لَهُ فِي الْقَبْرِ مَنْ رَبُّكَ وَمَا دِينُكَ وَمَنْ نَبِيُّكَ فَيَقُولُ اللَّهُ رَبِّي وَالْإِسْلَامُ دِينِي وَمُحَمَّدٌ نَبِيِّي جَاءَنَا بِالْبَيِّنَاتِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ فَآمَنْتُ بِهِ وَصَدَّقْتُهُ فَيُقَالُ صَدَقْتَ عَلَى هَذَا حَيِيْتَ وعَلَيْهِ مِتَّ وَعَلَيْهِ تُبْعَثُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ

'আল্লাহর রাসূল ﷺ এই আয়াতটি পাঠ করেন:

*"যারা ঈমান আনে, আল্লাহ তাঁদেরকে মজবুত কথা দিয়ে দুনিয়ার*

---

[১] ইবনু আবী শাইবা, *আল-মুসান্নাফ*, ৩/৩৭৭।

[২] হাকিম, *আল-মুস্‌তাদ্‌রাক*, ১/৩৯।

*জীবনে ও পরকালে শক্তি যোগাবেন।"*

(সূরা ইব্‌রাহীম ১৪:২৭)

এরপর তিনি বলেন, 'এটি ওই সময়ের জন্য প্রযোজ্য, যখন তাকে কবরে জিজ্ঞাসা করা হবে—"তোমার রব কে? তোমার দ্বীন কী? আর তোমার নবি কে?" তখন সে বলবে—"আল্লাহ আমার রব, ইসলাম আমার দ্বীন, আর মুহাম্মাদ ﷺ আমার নবি; তিনি আল্লাহর কাছ থেকে সুস্পষ্ট প্রমাণাদি নিয়ে আমাদের কাছে এসেছিলেন। আমরা তাঁর উপর বিশ্বাস স্থাপন করেছি; তাঁর কথা সত্য বলে মেনে নিয়েছি।" তখন তাকে বলা হবে, "তোমার উত্তর সঠিক। এ কথার উপর তুমি জীবন কাটিয়েছ, এরই উপর তোমার মৃত্যু হয়েছে, আর—ইন শা আল্লাহ—এরই উপর তোমাকে [কিয়ামাতের দিন] ওঠানো হবে।" ' ' [১]

[৬] আব্‌দুল্লাহ ইবনু মাসঊদ ﷺ বলেন,

إِذَا حَدَّثْنَاكُمْ بِحَدِيثٍ آتَيْنَاكُمْ بِتَصْدِيقِ ذَلِكَ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ إِنَّ الْمُسْلِمَ إِذَا دَخَلَ قَبْرَهُ أُجْلِسَ فِيهِ فَقِيلَ مَنْ رَبُّكَ وَمَا دِينُكَ يَعْنِي وَمَنْ نَبِيُّكَ قَالَ فَيُثَبِّتُهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فَيَقُولُ رَبِّيَ اللَّهُ وَدِينِيَ الْإِسْلَامُ وَنَبِيِّي مُحَمَّدٌ قَالَ فَيُوسَعُ لَهُ قَبْرُهُ وَيَرُوحُ لَهُ فِيهِ ثُمَّ قَرَأَ

يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا

الْآيَةُ وَإِنَّ الْكَافِرَ إِذَا دَخَلَ قَبْرَهُ أُجْلِسَ فِيهِ فَقِيلَ لَهُ مَنْ رَبُّكَ وَمَا دِينُكَ وَمَنْ نَبِيُّكَ فَيَقُولُ لَا أَدْرِي فَيَضِيقُ عَلَيْهِ قَبْرُهُ وَيُعَذَّبُ فِيهِ ثُمَّ قَرَأَ عَبْدُ اللَّهِ

وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى

'আমরা যখন তোমাদের কোনও কথা বলি, তখন এর সমর্থনে আল্লাহ তাআলার কিতাব থেকে প্রমাণ নিয়ে আসি। [মৃত্যুর পর] একজন মুসলিম কবরে প্রবেশ করলে, তাকে সেখানে বসিয়ে জিজ্ঞাসা করা হয় "তোমার রব

[১] তাবারি, *তাফসীর,* মাহমূদ শাকির (সম্পা.), ২০৭৬৯; ইবনু কাসীর, *তাফসীর,* ২/৫৩৪; সুয়ূতি, *আদ-দুরুরুল মানসূর,* ৪/৮১।

কে? তোমার দ্বীন কী? আর তোমার নবি কে?" তখন আল্লাহ তাআলা তাকে শক্তি যোগান। ফলে সে বলে—"আমার রব আল্লাহ, আমার দ্বীন ইসলাম, আর আমার নবি মুহাম্মাদ ﷺ।" তখন তার জন্য কবরটিকে প্রশস্ত করে সুখকর বায়ুপ্রবাহের ব্যবস্থা করে দেওয়া হয়।" এরপর তিনি এই আয়াতটি পাঠ করেন—

*"যারা ঈমান আনে, আল্লাহ তাঁদের মজবুত কথা দিয়ে দুনিয়ার জীবনে শক্তি যোগাবেন।"*

(সূরা ইব্‌রাহীম ১৪:২৭)

"আর একজন কাফির যখন কবরে প্রবেশ করে, তখন তাকে সেখানে বসিয়ে জিজ্ঞাসা করা হয় "তোমার রব কে? তোমার দ্বীন কী? আর তোমার নবি কে?" সে বলে, 'আমি জানি না।' তখন তার কবরটি সংকীর্ণ করে দিয়ে সেখানে শাস্তির ব্যবস্থা করা হয়।" তারপর আব্দুল্লাহ (ইবনু মাসঊদ ﷺ) পাঠ করেন—

*'আর যে ব্যক্তি আমার স্মরণ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে, তার জন্য হবে সংকীর্ণ জীবন; আর কিয়ামতের দিন আমি তাকে ওঠাবো অন্ধ করে।'*

(ত্ব-হা ২০:১২৪)'[১]

[৭] ইবনু আব্বাস ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا

قَالَ الْمُخَاطَبَةُ فِي الْقَبْرِ يَقُولُ مَنْ رَبُّكَ وَمَا دِينُكَ وَمَنْ نَبِيُّكَ وَفِي الْآخِرَةِ مِثْلُ ذَلِكَ

*" 'যারা ঈমান আনে, আল্লাহ তাঁদের মজবুত কথা দিয়ে দুনিয়ার জীবনে শক্তি যোগাবেন।'*

(সূরা ইব্‌রাহীম ১৪:২৭)

—এই আয়াতটি কবরের কথোপকথন প্রসঙ্গে। [ফেরেশতা] জিজ্ঞাসা করবে—'তোমার রব কে? তোমার দ্বীন কী? আর তোমার নবি কে?' আখিরাতেও অনুরূপ [প্রশ্ন করা হবে]।"[২]

---

[১] তাবারি, *তাফসীর,* ২০৭৭১।

[২] নাসাঈর বরাতে *তুহ্‌ফাতুল আশরাফ,* ৫৫১২; তাবারি, তাফসীর, ৩০৭৭৪।

## অবাধ্যের জন্য কবরের আযাব

[৮] বারা ইবনু আযিব ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'নবি ﷺ বলেছেন,

يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ

قَالَ نَزَلَتْ فِي عَذَابِ الْقَبْرِ يُقَالُ لَهُ مَنْ رَبُّكَ فَيَقُولُ رَبِّيَ اللَّهُ وَنَبِيِّي مُحَمَّدٌ فَذَلِكَ قَوْلُهُ

يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ

*'যারা ঈমান আনে, আল্লাহ তাঁদের মজবুত কথা দিয়ে দুনিয়ার জীবনে ও পরকালে শক্তি যোগাবেন।'*

(সূরা ইব্‌রাহীম ১৪:২৭)

এই আয়াত কবরের শাস্তি প্রসঙ্গে নাযিল হয়েছে। (কবরবাসীকে) জিজ্ঞাসা করা হবে, 'তোমার রব কে?' (মুমিন) বলবে, 'আমার রব আল্লাহ। আর আমার নবি মুহাম্মাদ ﷺ।' আল্লাহ তাআলার নিম্নোক্ত কথার তাৎপর্য এটিই:

*'যারা ঈমান আনে, আল্লাহ তাঁদের মজবুত কথা দিয়ে শক্তি যোগাবেন।'*

(সূরা ইব্‌রাহীম ১৪:২৭)' "[১]

[৯] বারা ইবনু আযিব ﷺ থেকে বর্ণিত,

يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ

قَالَ نَزَلَتْ فِي عَذَابِ الْقَبْرِ

*'যারা ঈমান আনে, আল্লাহ তাঁদের মজবুত কথা দিয়ে দুনিয়ার জীবনে ও পরকালে শক্তি যোগাবেন।'*

(সূরা ইব্‌রাহীম ১৪:২৭)

(এ আয়াত সম্পর্কে) তিনি বলেন, 'আয়াতটি কবরের শাস্তি প্রসঙ্গে নাযিল হয়েছে।'[২]

---

[১] বুখারি, *সহীহ্*, ১৩৬৯; মুসলিম, *সহীহ্*, ২৮৭১; নাসাঈ, ৪/১০১; ইবনু মাজাহ, ৪২৬৯।

[২] মুসলিম, *সহীহ্*, ২৮৭১; নাসাঈ, ৪/১০১; আবদুল্লাহ ইবনু আহমাদ, *আস্-সুন্নাহ*, ১৩৫৮।